بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہٗ و نصلّی علٰی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের প্রেক্ষাপটে মক্কাবিজয় পরবর্তী কতিপয় সারিয়্যা বা যুদ্ধাভিযানের ঘটনা বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ১৫ আগস্ট, ২০২৫ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, বিগত খুতবায় আমি তিনটি বড়ো মূর্তি বা প্রতিমা ধ্বংসের বিষয়ে বর্ণনা করেছিলাম। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো,

প্রথম সারিয়্যা ছিল **হযরত সা'দ বিন যায়েদ আশআলী (রা.)**-এর, যাকে মহানবী (সা.) অষ্টম হিজরীর ২৪ রমযানে **মানাত** মূর্তি ধ্বংস করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। এটি লোহিত সাগরের তীরে **কাদীদ**-এর কাছাকাছি **মুশাল্লাল** নামক স্থানে স্থাপিত ছিল। এজন্য একে '**সারিয়্যা মুশাল্লাল**'ও বলা হয়। যখন হযরত সা'দ বিন যায়েদ আশআলী (রা.) সেখানে পৌঁছলেন তখন সেখানে একজন সেবায়েত ছিল। সেবায়েত তাঁকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কী করতে এসেছ? তিনি বললেন, আমরা মানাত প্রতিমা ধ্বংস করতে এসেছি। সেবায়েত বলল, এ কাজ কখনো তোমাদের দ্বারা সম্ভব নয়। তখন সাহাবীরা সেই মূর্তির দিকে এগোলেন। বর্ণনাকারী লিখেছেন, যদিও নিশ্চিত নয়, অথবা কখনো কখনো অতিরঞ্জিত করার জন্য এভাবে বর্ণনা করা হয় যে, সেই সময় এক নগ্ন, কালো বর্ণের, এলোমেলো চুলওয়ালা এক নারী সেই কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো। সেবায়েত তখন নিজের মূর্তিকে বলল, হে মানাত! তোমার ক্রোধ প্রকাশ করো। তখন হযরত সা'দ বিন যায়েদ আশআলী (রা.) সেই সেবায়েতকে হত্যা করলেন। হুযূর আনোয়ার (আই.) স্পষ্ট করে বলেছেন, যদি এই হত্যার বর্ণনাটি সঠিক হয় তবে সম্ভবত সেবায়েত প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিল এবং সেই প্রতিরোধে সে নিহত হয়েছিল। কেবল অভিশাপ দেওয়ার কারণে হত্যা করা ইসলামের শিক্ষা নয় এবং এটি সঠিকও মনে হয় না। বরং এটি তো অনুপযুক্ত এবং সাধারণত মহানবী (সা.)-এর নির্দেশনারও বিরোধী।

দ্বিতীয় সারিয়্যা ছিল **হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.)**-এর নেতৃত্বে; যাকে মহানবী (সা.) অষ্টম হিজরীর ২৫ রমযান, তদনুযায়ী জানুয়ারি ৬২৯ খ্রিস্টাব্দে, কুরাইশদের প্রসিদ্ধ মূর্তি **উয্‌যা** ধ্বংস করার জন্য **নাখলা-**

র উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন। ইবনে ইসহাক (রহ.) বর্ণনা করেছেন, যখন উয্যার সেবায়েত হযরত খালিদ (রা.) -এর আগমনের সংবাদ পেল তখন সে মূর্তির সাথে একটি তরবারি ঝুলিয়ে পাহাড়ে উঠে গেল এবং এ কবিতা পড়তে লাগল, **হে উয্যা! খালিদের উপর এমন ভয়াবহ আক্রমণ করো যাতে কিছু অবশিষ্ট না থাকে। যুদ্ধের বর্ম পরিধান করো এবং আক্রমণে অগ্রসর হও। হে উয্যা! যদি তুমি এই খালিদকে হত্যা না-ই করো তবে তাকে এমন অপরাধী করো যাতে সে শাস্তির যোগ্য হয়ে পড়ে অথবা তার প্রতিশোধ নাও।**

যখন হযরত খালিদ (রা.) নাখলায় পৌঁছলেন তখন তিনি কিছু বাবলা গাছ কেটে ফেললেন এবং যে ঘরে উয্যা মূর্তি ছিল সেটিকে ভেঙে ফেললেন। এরপর ফিরে এসে মহানবী (সা.)-এর সেবায় সবিস্তার বর্ণনা করলেন। মহানবী (সা.) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, **তুমি কি সেখানে কোনো অদ্ভুত কিছু দেখেছ?** হযরত খালিদ না সূচক উত্তর দিলেন। তখন মহানবী (সা.) বললেন, **তাহলে তুমি উয্যাকে ধ্বংস করোনি। ফিরে যাও এবং একে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করে এসো**। হযরত খালিদ তাৎক্ষণিকভাবে পুনরায় যাত্রা করেন। যখন পাহারাদাররা আবার তাঁকে দেখল তখন তারা পাহাড়ে উঠে গেল বলতে বলতে, **হে উয্যা! এদের ধ্বংস করো**। তখন মন্দির থেকে বিক্ষিপ্ত চুলওয়ালা কালো বর্ণের এক নারী বেরিয়ে এলো। তখন হযরত খালিদ এ কবিতা পাঠ করছিলেন, **হে উয্যা! আমি তোমাকে প্রত্যাখ্যান করি। তোমার কোনো পবিত্রতা আমি বর্ণনা করি না। আমি দেখেছি আল্লাহ্ তোমাকে অপমানিত করেছেন**। এরপর তিনি ফিরে এসে রসূলুল্লাহ্ (সা.) -কে বিস্তারিত জানালেন। মহানবী (সা.) বললেন, **হ্যাঁ, এটাই উয্যা ছিল। এখন সে হতাশ হয়েছে যে তোমাদের নগরের আর কেউ তার পূজা করবে না**।

এরপর তৃতীয় সারিয়্যা ছিল **হযরত আমর বিন আ'স (রা.)**-এর নেতৃত্বে **সূ'আ মূর্তির** বিরুদ্ধে। এটিও অষ্টম হিজরীর রমযান মাসে সংঘটিত হয়েছিল। উয্যা মূর্তি ধ্বংসের অভিযানের পরপরই রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত আমর বিন আস (রা.)-কে সূ'আ মূর্তির ধ্বংস সাধনের জন্য প্রেরণ করেন। এই মূর্তিটি নারীর আকৃতিতে ছিল। পবিত্র কুরআনে কয়েকটি মূর্তির নামসহ উল্লেখ আছে। তার মধ্যে এই মূর্তির নামও রয়েছে। সূরা নূহ-এ বলা হয়েছে: **আর তারা বলেছিল, কখনো তোমরা তোমাদের দেবতাদের ত্যাগ করো না। না ওয়াদ্দকে, না সুওয়া'আকে, আর না ইয়াগুসকে, আর না ইয়া'উক্ব এবং নাস্রকে**। বাস্তবে এগুলো ছিল নূহ (আ.)-এর জাতির কিছু নেক মানুষের নাম। যখন তারা মারা গেল তখন শয়তান তাঁর (আ.) মান্যকারীদের মনে এই কথা ঢুকিয়ে দিল যে, এসব নেক লোকদের বসার স্থানে মূর্তি তৈরি করো এবং তাদের নামে নামকরণ করো। তারা তাই করল এবং সেগুলোকে পূজা করা শুরু হলো।

যখন হযরত আমর বিন আ'স (রা.) **রাহাত** নামক স্থানে সূ'আ মূর্তির কাছে পৌঁছলেন তখন তিনি সেবায়েতকে বললেন যে, তিনি আল্লাহ্র রাসূল (সা.)-এর নির্দেশে এই মূর্তিকে ধ্বংস করতে এসেছেন। সেবায়েত উত্তর দিল, **তুমি কখনোই একে ধ্বংস করতে পারবে না**। আমর (রা.) কারণ জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, **তোমাকে অবশ্যই বাধা দেওয়া হবে**। তখন আমর (রা.) বললেন, **তোমার প্রতি করুণা হয়! এ মূর্তিটি কি দেখতে শুনতে সক্ষম?** এরপর তিনি এগিয়ে গিয়ে মূর্তিটিকে ধ্বংস করলেন। তারপর তাঁর সঙ্গীদেরও নির্দেশ দিলেন যেন তারা এর সঙ্গে নির্মিত কুঁড়েঘরটিও ধ্বংস করে। তারা তা-ই করল। এটি দেখে সেই সেবায়েত স্বতস্ফূর্তভাবে বলে ওঠে, **আমি আল্লাহ্র আনুগত্য করছি এবং ইসলাম গ্রহণ করছি**। হুযূর আনোয়ার বলেন যে, এ ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে পূর্বে বর্ণিত সেবায়েতকে হত্যা করার প্রসঙ্গ দুর্বল ও সন্দেহজনক।

অতঃপর **সারিয়্যা হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)** বনু জাযিমা অভিমুখে সংঘঠিত হয়। এ অভিযানটি

অষ্টম হিজরীর শওয়াল মাসে হয়েছিল। মক্কা বিজয়ের পর যখন হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) উয্যা নামক মূর্তিকে ধ্বংস করে ফিরে এলেন, তখন মহানবী (স.) তাঁকে বনু জাযিমা গোত্রের দিকে প্রেরণ করলেন। এই গোত্র মক্কার দক্ষিণ দিকে ইয়ালামলাম নামক অঞ্চলে বসবাস করত। নবী করীম (সা.) তাঁকে নির্দেশ দিলেন, **তুমি এদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করবে এবং তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে না**। ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন যে, যখন খালিদ (রা.) তাদের নিকট পৌঁছালেন, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন-তোমরা কোন ধর্মের? তারা বলল-**আমরা মুসলমান**। তখন খালিদ (রা.) বললেন, **তাহলে কেন তোমাদের হাতে এখনও অস্ত্র রয়েছে?** তারা উত্তর দিল, **আমাদের ও আরবের কিছু গোত্রের মধ্যে শত্রুতার সম্পর্ক চলে আসছে। আমরা আশঙ্কা করেছি, তোমরা হয়তো শত্রু গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। এজন্যই আমরা অস্ত্র তুলে নিয়েছিলাম।** তবে বিভিন্ন রেওয়ায়েত থেকে বোঝা যায় যে, হযরত খালিদ (রা.) তাদের জবাবে পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। এজন্য তিনি গভীর রাতে ফতোয়া দিলেন যে, এ বন্দীদের হত্যা করা উচিত। ফলে কিছু মুসলমান তাদের বন্দীদের হত্যা করল। কিন্তু মুহাজির ও আনসার যারা পুরনো মুসলমান ছিলেন, তারা হযরত খালিদ (রা.)-এর এ নির্দেশের সঙ্গে একমত হলেন না এবং নিজেদের বন্দীদের হত্যা করা থেকে বিরত থাকলেন। যখন এ ঘটনার সংবাদ মহানবী (সা.)-এর নিকট পৌঁছল, তখন তিনি অত্যন্ত কষ্ট পেলেন এবং বললেন, **আমি তো খালিদকে তাদের হত্যা করার কোনো নির্দেশ দিইনি। আমি কেবল বলেছিলাম, তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাও**। এরপর তিনি তাঁর দুই হাত উঠিয়ে দু'বার আল্লাহ্‌র দরবারে সকাতর নিবেদন করলেন, **হে আল্লাহ্ আমি খালিদের কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে দায়মুক্ত ঘোষণা করছি।**

এরপর মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে নিহতদের রক্তপণ (দিয়াত) প্রদান করার এবং সমগ্র ঘটনার সত্যতা যাচাই করার জন্য প্রেরণ করলেন। হযরত আলী (রা.) সেখানে পৌঁছে নিহতদের সকল উত্তরাধিকারীদের রক্তপণ প্রদান করেন এবং মুসলমানরা যে সম্পদ নিয়ে গিয়েছিল, তাও ফিরিয়ে দেন। এমনকি একটি কাঠের বাটি পর্যন্ত, যেটিতে কুকুর পানি পান করত, সেটিও ফেরত দেন। সব ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পরও কিছু সম্পদ অবশিষ্ট রইল। তখন হযরত আলী (রা.) সেই বাকি সম্পদও তাদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন এবং বললেন- **আমি এটি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পক্ষ থেকে তোমাদের প্রদান করছি। হতে পারে, এমন কিছু ক্ষতি হয়েছে যার হিসাব তোমরা জানো না এবং আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)ও জানেন না।**

মহানবী (সা.) এ সংবাদে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন এবং হযরত আলী (রা.)-কে বললেন, **তুমি একেবারে সঠিক কাজ করেছ এবং অত্যন্ত সুন্দরভাবে দায়িত্ব পালন করেছ।**

এ অভিযানে প্রেরণের পরপরই মহানবী (সা.) একটি স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তিনি **হেইস** (খেজুর, পনির ও ঘি মিশ্রিত একপ্রকার খাদ্য) খাচ্ছেন। তিনি যখন এটি মুখে নেন প্রথমে তা সুস্বাদু মনে হলেও খাওয়ার পর এর কিছু অংশ গলায় আটকে যায়। তখন হযরত আলী (রা.) নিজের হাত দিয়ে তা টেনে বের করেন। হযরত আবু বকর (রা.) এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে বলেন, **হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি যে দল অভিযানে প্রেরণ করেছেন তাদের কিছু কাজ আপনার পছন্দ হবে আর কিছু কাজ পছন্দ হবে না। এরপর তিনি আলীকে প্রেরণ করবেন, যিনি সব কিছু ঠিক করে দেবেন**। এরপর বাস্তবেও এমনটিই ঘটেছে অর্থাৎ, মহানবী (সা.)-এর স্বপ্ন অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণতা লাভ করেছে।

এরপর হুযূর (আই.) এ ঘটনার প্রেক্ষাপটে **হযরত সৈয়্যদ জয়নুল আবেদীন শাহ্ (রহ.)**- র নোট উল্লেখ করে বলেন, **এটি একেবারে স্পষ্ট যে, হযরত খালিদ (রা.)-র কোনো অশুভ সংকল্প ছিল না। তিনি কেবলমাত্র বুঝতে ভুল করেছিলেন এবং ত্বরাপরায়ণ হয়ে একটি সিদ্ধান্ত প্রদান করে ফেলেছিলেন। তথাপি যে পরিস্থিতির**

সৃষ্টি হয়েছিল, সেনাপ্রধান হিসেবে এর দায়ভার তাকেই নিতে হবে। এ কারণেই মহানবী (সা.) হযরত খালিদ (রা.)-এর প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন এবং খোদার সমীপে নিজের দায়মুক্তি প্রার্থনা করেন। তিনি (সা.) সবকিছু শুনে এটিই বুঝতে পারেন যে, কোনো একটি ভুলের কারণে এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। তাই তিনি কিসাসের পরিবর্তে রক্তপণ পরিশোধের সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। হযরত খালিদ (রা.)ও এটি ইচ্ছাকৃতভাবে করেন নি। এর প্রমাণ হলো, তিনি নিজের ভুল স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন আর মহানবী (সা.)ও তাকে কয়েকদিন পর হুনায়েনের যুদ্ধের প্রস্তুতির সময় সামনের সারির সকল সেনাদল এবং অশ্বারোহীর তত্ত্বাবধায়ক এবং সেনাপ্রধান নিযুক্ত করেন।

হুযূর আনোয়ার (আই.) আরও বর্ণনা করেন যে, এর পাশাপাশি আরও দুটি সারিয়্যার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ পাওয়া যায়। **সারিয়্যা ইয়ালামলাম -** মহানবী (সা.) হযরত হিশাম বিন আল্ আস (রা.)-এর নেতৃত্বে প্রায় দুইশত সাহাবীকে মক্কার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ইয়ালামলাম নামক স্থানের দিকে প্রেরণ করেছিলেন। **সারিয়্যা উরানা'র ঘটনা-** এটি আরাফাতের সম্মুখে একটি উপত্যকা। বলা হয়, মহানবী (সা.) হযরত খালিদ বিন সাঈদ বিন আল্ আস (রা.)-কে তিনশত সদস্যের একটি দলের নেতৃত্ব প্রদান করে সেখানে রওয়ানা করেছিলেন। এ সারিয়্যার উল্লেখ মুহাম্মদ বিন উমর ওয়াকদী করেছেন। তবে অন্য কোনো প্রামাণ্য ইতিহাসবিদ এই ঘটনার উল্লেখ করেননি। তাই নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে এটি সত্য কি না। তাছাড়া এ সম্পর্কে আর কোনো বিশদ বিবরণও পাওয়া যায় না।

পরিশেষে হুযূর (আই.) বলেন, এসব যুদ্ধাভিযানের মাধ্যমে এটি সুস্পষ্ট হয় যে, মহানবী (সা.) কারও প্রতি কঠোরতা প্রয়োগ করেন নি আর ইসলামের শত্রুরা যে অপবাদ আরোপ করে তাও ভুল যে, যুদ্ধে তিনি নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছেন। আর যেখানে ভুলবশতঃ এরূপ কোনো ঘটনা ঘটেছে সেখানে তিনি চরম অসন্তুষ্টির প্রকাশ করেছেন।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'উযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়াহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)
15 August 2025
Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission
.....................*P.O*........................
Distt.........................*Pin*.........*W.B*

To,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat